উলপুর শব্দমঞ্জরী

(শব্দগঠন খেলা)

খেলার নিয়মাবলী

১। খেলার বৈশিষ্ট্য ঃ ৯ থেকে ৯০ বৎসর যেকোন বয়সের ১ জন, ২ জন, ৩ জন, ৪ জন বা তার বেশি যেকোন সংখ্যক খেলোয়ার নিয়ে এই খেলা হতে পারে। তাসখেলায় যেমন একজন খেলোয়ার পেশেন্স খেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটায়, ঠিক সেই রকম একজন একা একা শব্দগঠন খেলা খেলে অবসর সময় উপভোগ করতে পারে। এই খেলায় নিজের **শব্দসঞ্চয় সমৃদ্ধ হবে, শব্দের বানানের দুর্বলতা দূর হবে, অধ্যাবসায় বৃদ্ধি পাবে। ছাত্র-ছাত্রী, কবি, সাহিত্যিক, লেখকদের লেখনীশক্তি উন্নত করতে এই খেলা খুব সহায়ক।** সঙ্গে একটা বাংলা অভিধান নিয়ে বসলে ভাল হয়।

২। কী কী দরকার ঃ (ক) লাইন টানা ছোট ছোট বর্গক্ষেত্র আঁকা একটা বড় বা ছোট খাতা - যার নাম **প্লে বোর্ড**। শিশু শ্রেণীতে সংখ্যা লেখা শেখান হয় যে খাতায়, দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। বড় খাতায় ৭০০টি এবং ছোট খাতায় ৪০০টি বর্গক্ষেত্র থাকে।

(খ) যত জন খেলোয়ার ততগুলো **পেন** বা **পেন্সিল** এবং একটা **রাবার (ইরেজার)**। পেন্সিল হলে ভাল হয়। ভুল হলে মুছে নেওয়া যাবে, বোর্ডটা পরিষ্কার থাকবে।

(গ) প্রত্যেক খেলোয়ারের প্রাপ্ত নম্বর লেখার জন্য একটা কাগজ - যার নাম **স্কোর বোর্ড**।

(ঘ) বর্ণের ও শব্দের মূল্যমান তালিকা - যার নাম **পয়েন্ট ব্যাঙ্ক,** How to play প্রথম পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে।

(ঙ) একটা **বাংলা অভিধান**। বানান সম্পর্কে সন্দেহ দূর করতে সাহায্য করবে।

৩। খেলার প্রস্তুতি ঃ (ক) ১, ২, ৩, ৪জন অথবা তার বেশি সংখ্যক যতজন ইচ্ছা খেলোয়ার খেলতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক খেলার আসরে দু' জন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকাই সুবিধাজনক। নতুন নতুন শব্দ ভাববার জন্য প্রত্যেককে দু' মিনিট সময় দেওয়া হবে। তাহলে দু' জন খেলোয়ারের জন্য বরাদ্দ থাকবে চার মিনিট। প্রত্যেকের ব্যবহৃত বর্ণসংখ্যা গণনা করা এবং পয়েন্ট গণনা করে স্কোর বোর্ডে লেখার জন্য আরও এক মিনিট সময় লাগবে ধরে নিলে এক দান খেলতে দু' জনের সময় লাগবে ৫ মিনিট। অতএব এক ঘণ্টায় ১০-১২ দান খেলা হবে। কত দানের বা কতক্ষণের খেলা হবে - আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা বা দু ঘণ্টা, খেলার শুরুতেই তা ঠিক করে নিতে হবে।

(খ) প্লে বোর্ডের মাঝামাঝি জায়গায় যে কোন একটা বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা মোটা দাগ দিয়ে ☐ চিহ্নিত করবে হবে। এই ঘরটা হল **সেন্টার**।

(গ) লটারী করে প্রথম খেলোয়ার কে হবে তা ঠিক করে নিতে হবে। দু' জন খেলোয়ার হলে পয়সা দিয়ে হেড-টেল করা যেতে পারে। চার জন খেলোয়ার হলে দুবার হেড-টেল হবে অথবা চার টুকরো কাগজে নম্বর লিখে লটারী হতে পারে। প্রথম খেলোয়ার ঠিক হয়ে যাওয়ার পর তার বাঁ দিক দিয়ে ঘড়ির কাঁটার দিকে খেলা ঘুরতে থাকবে।

(ঘ) প্রত্যেক দানে প্রত্যেক খেলোয়ার স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণসহ ১৫টি বর্ণ ইচ্ছেমত ব্যবহার করে একাধিক শব্দ গঠন করতে পারবে। শুধু প্রথম দানে প্রথম খেলোয়ার ১০টি বর্ণের বেশি ব্যবহার করতে পারবে না এবং একটার বেশি শব্দ গঠন করতে পারবে না। শব্দ গঠনে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ এবং যে কোন যুক্তাক্ষর ব্যবহার করা যাবে। একটি যুক্তাক্ষরে যে কয়টি বর্ণ থাকবে পয়েন্ট গণনার সময় **পয়েন্ট ব্যাঙ্কের ১ নম্বর ধারা** অনুযায়ী সব বর্ণের পয়েন্ট যোগ করা হবে। উপরন্তু **পয়েন্ট ব্যাঙ্কের ২, ৩ ও ৪ নম্বর ধারা** অনুযায়ী **বোনাস পয়েন্ট যোগ হবে।**

৪। খেলা শুরু ঃ (ক) প্রথম খেলোয়ারের প্রথন দান ঃ প্রথম খেলোয়ার ১০ বা তার কম সংখ্যক অক্ষর আনুভূমিক বা উল্লম্ব ভাবে লিখে শুধু একটি শব্দ গঠন করবে এবং তার ইচ্ছা মত যে কোন একটি অক্ষর **সেন্টারে** বসাবে। সেন্টারে লেখা অক্ষরটির **পয়েন্টের দ্বিগুণ** ধরে অন্য অক্ষরগুলির পয়েন্ট তার সঙ্গে যোগ করলে যোগফল হবে তার প্রাপ্ত পয়েন্ট। এই সুযোগ একমাত্র **প্রথম খেলোয়ার প্রথম দানে** পাবে। এর পরের দান থেকে কোন খেলোয়ার এই সুযোগ পাবে না।

(খ) দ্বিতীয় খেলোয়ারের প্রথম দান ঃ এর পর দ্বিতীয় খেলোয়ার (চারজন খেলোয়ার হলে প্রথম খেলোয়ারের বাঁ দিকের খেলোয়ার) ঐ প্রথম শব্দটির যে কোন এক বা একাধিক অক্ষরের ডান পাশে, বাঁ পাশে, উপরে বা নিচে সর্বাধিক ১৫টি বর্ণের সাহায্যে নতুন এক বা একাধিক শব্দ গঠন করবে।

চার জন খেলোয়ার হলে তৃতীয় ও চতুর্থ খেলোয়ার একই ভাবে প্রথম দু জনের তৈরী শব্দের যে কোন অক্ষরের ডাইনে, বাঁয়ে, উপরে, নিচে সর্বাধিক ১৫টি বর্ণের সাহায্যে যতগুলো সম্ভব শব্দ গঠন করবে।

(গ) প্রত্যেক খেলোয়ার প্রত্যেক দানে শব্দ গঠনের জন্য যে বর্ণগুলি নিজে লিখবে শুধু সেই বর্ণগুলিই তার ব্যবহৃত সর্বাধিক ১৫টি বর্ণের মধ্যে গণ্য হবে, আগে থেকে লেখা বর্ণগুলিকে বিবেচনা করা হবে না। কিন্তু পয়েন্ট গণনার সময় সম্পূর্ণ শব্দটিতে যে কটি বর্ণ বা অক্ষর আছে, আগে লেখা বর্ণ বা অক্ষর সমেত তার প্রত্যেকটির জন্য সে **পয়েন্ট ব্যাঙ্কের ১ ও ২ নম্বর ধারা** অনুযায়ী পয়েন্ট পাবে। উপরন্তু যুক্তাক্ষরের জন্য **পয়েন্ট ব্যাঙ্কের ৩ ও ৪ নম্বর ধারা** অনুসারে বোনাস পয়েন্ট পাবে।

(ঘ) প্লে বোর্ড কাগজের এক প্রান্তে এসে পৌঁছলে নতুন একটা কাগজে খেলা চলবে। এইভাবে খেলা চলতে থাকবে। নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হলে অথবা নির্ধারিত দানের শেষ দান খেলা হলে খেলা শেষ হবে।

(ঙ) প্রত্যেক খেলোয়ার একদান খেলার পর **পয়েন্ট ব্যাঙ্ক**-এর নিয়ম অনুসারে পয়েন্ট গণনা করে **স্কোর বোর্ডে** তার নামের পাশে লিখতে হবে। খেলা শেষ হলে সব খেলোয়ারের পয়েন্ট যোগ করে যার পয়েন্ট সব থেকে বেশি হবে তাকে **শব্দ বিশারদ** আখ্যা দেওয়া হবে।

৭। সমান্তরাল / উল্লম্ব কোন শব্দ গঠন করবার জন্য একটি বর্ণ লেখার ফলে যদি দেখা যায় আপনা থেকেই উল্লম্ব / সমান্তরাল অন্য একটি শব্দ গঠিত হয়ে গেছে তাহলে সেই খেলোয়ার দুটো শব্দের সব বর্ণের জন্য নম্বর পাবে।

৮। আনুভূমিক বা উল্লম্ব কোন দুটি শব্দের মাঝখানে যদি একটি মাত্র ঘর খালি থাকে তাহলে সেই ঘরে কোন বর্ণ বা অক্ষর লিখে সেই বর্ণ বা অক্ষরকে কোন শব্দের প্রথম বা শেষ অক্ষর হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। অর্থাৎ সেই শব্দ গঠন করা যাবে না। কিন্তু সেই অক্ষটি লেখার ফলে যদি দেখা যায় সেই অক্ষরটির ডাইনে এবং বাঁয়ে অথবা উপরে এবং নিচে লেখা বর্ণগুলিসহ একটি বা দু'টি শব্দ গঠিত হয়ে যাচ্ছে তাহলে সেই শব্দের / শব্দ দুটির জন্য **পয়েন্ট ব্যাঙ্কের ১,২,৩ এবং ৪ নম্বর ধারা** অনুসারে সম্পূর্ণ পয়েন্ট পাওয়া যাবে। যদি দুটো ঘর খালি থাকে তাহলে দুটো ঘরে দুটো অক্ষর লিখে শব্দ গঠন করতে হলেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। তবে দুটো ঘরের যে কোন একটা ঘর ব্যবহার করে শব্দ গঠন করতে কোন বাধা নিষেধ থাকবে না।

৯। হসন্তযুক্ত এবং হাইফেনযুক্ত শব্দকে হসন্তমুক্ত এবং হাইফেনমুক্ত শব্দ হিসেবে বিবেচনা করা চলবে।

১০। কোন অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।

১১। নামবাচক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না ঃ

(ক) অর্থহীন নামবাচক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। উদাহরণ - ঋণা, নন্টে, ফন্টে, পঞ্চা, খেপু, পিন্টু, পিংকি, মুনমুন, রাবেয়া, রোকেয়া, জর্জ, শেলী ইত্যাদি।

(খ) দেশের নাম, স্থানের নাম গঠন করা যাবে না।

(গ) ধর্মের নাম, দেবদেবীর নাম, সাধু, সন্ত, পীর, মোল্লা, বাবাজী, মাতাজীর নাম গঠন করা যাবে না।

(ঘ) অনেক শব্দের শুরুতে বা শেষে কিছু শব্দ বা বর্ণ যুক্ত করলে নামপদে পরিণত হয়। শব্দের প্রকৃত অর্থ লোপ পায় এবং শুধু ব্যক্তিবিশেষকে নির্দেশ করে। যেমন - রবীন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিধানচন্দ্র, কমলনাথ, অমলকুমার, বিমলকুমার, সত্যজিতবাবু, জর্জদা, সিদ্ধার্শংকর, শ্রীচৈতন্য, চৈতন্যদেব, বুদ্ধদেব প্রভৃতি। এই রকম শব্দ গঠন করা যাবে না।

কিছু ব্যতিক্রম ঃ বয়কট, রসুল, নুর, আকবর, মান্ধাতা, হরিঘোষ ইত্যাদি কিছু ব্যক্তিবিশেষের নাম, কিন্তু বিশেষ অর্থে শব্দগুলি বাংলা অভিধানে স্থান করে নিয়েছে এবং কিছু প্রচলিত প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। এই জাতীয় শব্দ গঠন করা যাবে। অরুন্ধতী, দ্রৌপদী, দ্রোণ, গৌরী, লক্ষ্মণ প্রভৃতি শব্দগুলি নামবাচক শব্দ হলেও দ্ব্যর্থবোধক শব্দ। সুতরাং এই রকম দ্ব্যর্থবোধক শব্দ গঠন করা যাবে।

১১। একজন খেলোয়ারের তৈরী শব্দের বানানে যদি পরবর্তী খেলোয়ার আপত্তি জানায় অথবা শব্দটির অর্থ তার যদি জানা না থকে তাহলে অভিধানের সাহায্যে বিতর্কের মীমাংসা করতে হবে এবং তার বানান বা অর্থ ভুল প্রমাণিত হলে সে ঐ দানে লেখা শব্দটি মুছে ফেলবে। সেই দানে সে আর কোন চাল দিতে পারবে না, তার পরের জন চাল দেবে। **হরিচরণ বন্দ্যোপধ্যায় রচিত, সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত বঙ্গীয় শব্দকোষ (দুই খণ্ডে) অতি উচ্চমানের অভিধান। অতীত দিনের রাজশেখর বসুর চলন্তিকা এবং আকাদেমি বানান অভিধান বানানের অতি নির্ভরযোগ্য অভিধান ।**